রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩৩-আইন/২০২৩।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন ‘বিড়ি’ শিল্প সেক্টর, অতঃপর উক্ত শিল্প সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, এর শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের তফসিলদ্বয়ে বর্ণিত নিম্নতম মজুরীর হারকে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য নিম্নতম মজুরী হার হিসাবে ঘোষণা করিল, যথা :—

তফসিল-ক

শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী হার

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মজুরী	
		লেবেল প্যাকিংসহ সাধারণ বিড়ি তৈরির জন্য	লেবেল প্যাকিংসহ ফিল্টারযুক্ত বিড়ি তৈরির জন্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	১। বিড়ি তৈরির শ্রমিক	প্রতি হাজারে ৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা	প্রতি হাজারে ৯০.০০ (নব্বই) টাকা
	২। ঠোঙ্গা তৈরির শ্রমিক		
	৩। তামাক ভাঙ্গাই শ্রমিক (হাতে)		
	৪। তামাক ভাঙ্গাই শ্রমিক (মেশিনে)		
	৫। তামাক চিরাই শ্রমিক (হাতে)		

মূল্য : টাকা ৮.০০

(১)	(২)	(৩)	(৪)
	৬। ডাটা চালানী শ্রমিক (হাতে)	প্রতি হাজারে ৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা	প্রতি হাজারে ৯০.০০ (নব্বই) টাকা
	৭। মিকচার শ্রমিক (বিড়ির জন্য)		
	৮। চালানী প্যাকিং শ্রমিক		

তফসিল-খ

কর্মচারীর নিম্নতম মজুরী হার

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মাসিক মূল মজুরী (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) মূল মজুরীর (৫০%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরী (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	গ্রেড-১ : ১। স্টোর কিপার ২। হিসাব সহকারী	৬২৪০/-	৩১২০/-	১০০০	১০৩৬০/-
২।	গ্রেড-২ : ১। স্টোর সহকারী ২। ক্যাশিয়ার ৩। সেলসম্যান ৪। চেকার ৫। টাইপিস্ট ৬। টেলিফোন অপারেটর ৭। সীট লেখক ৮। কাগজ বিতরণকারী ৯। ড্রাইভার	৪৯৫০/-	২৪৭৫/-	১০০০/-	৮৪২৫/-
৩।	গ্রেড-৩ : ১। পিয়ন ২। দারোয়ান ৩। মালি ৪। সুইপার ৫। তামাক মাপক ৬। পেপার কাটার ৭। প্রচারক	৩৮৪০/-	১৯২০/-	১০০০/-	৬৭৬০/-

শিক্ষানবিশ শ্রমিকের ক্ষেত্রে :

(ক) শিক্ষানবিশিকাল হইবে ৬ (ছয়) মাস;

(খ) শিক্ষানবিশিকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবেন; এবং

(গ) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ কর্মচারী মাসিক সর্বসাকুল্যে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রাপ্ত হইবেন।

শর্তাবলি :

১। তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী হার বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার 'বিড়ি' শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে উহা যথাযথ শ্রেণি বা গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৩। তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত শ্রমিক ও কর্মচারী বর্তমানে যেই গ্রেডে কর্মরত রহিয়াছেন সেই গ্রেডেই তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই মজুরী কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক তাহার মজুরী নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কোনো শ্রমিককে নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৪। এই প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তীতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্তকরত মজুরী স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তফসিল-ক এ উল্লিখিত মজুরী ফুরনভিত্তিক (Piece rate) নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত মজুরী মাসিক নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রদান করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা অধিক হারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৬। নিয়োগকর্তা বা মালিক পক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে, এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক বা কর্মচারীকে অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক বা কর্মচারী ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে উক্ত শ্রমিক ও কর্মচারী বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫) অনুযায়ী 'শ্রমিক' বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক বা কর্মচারীর ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব মালিক পক্ষের উপর বর্তাইবে এবং ঠিকাদার সরকার কর্তৃক শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন না।

৮। শর্ত ৭ এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ১৫০ এবং ১৬১ এর বিধান অনুযায়ী মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিক যদি শ্রমিক ও কর্মচারীকে ফুরনভিত্তিক মজুরী প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত হারে ও উপরি-উক্ত শর্তাধীনে মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রাপ্ত না হন।

১০। তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও বিভিন্ন ভাতা ছাড়াও শ্রমিক ও কর্মচারী কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা প্রাপ্য হন উহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক বলবৎ ও অব্যাহত থাকিবে।

১১। এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী সমন্বয় করিয়া ১ (এক) বৎসর কর্মরত থাকিবার পর শ্রমিক ও কর্মচারীর মাসিক বা ফুরনভিত্তিক মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বাৎসরিক ভিত্তিতে মজুরী বৃদ্ধি পাইবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় মাসিক বা ফুরনভিত্তিক মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বৃদ্ধি পাইবে।

ব্যাখ্যা : যদি এক জন শ্রমিকের ফুরনভিত্তিক মজুরী ৪৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা হয়, তবে এক বৎসর কর্মরত থাকিবার পর তাহার বাৎসরিক মজুরী বৃদ্ধি পাইয়া ফুরনভিত্তিক মজুরী ৪৭.২৫ (সাতচল্লিশ দশমিক দুই পাঁচ) টাকা নির্ধারিত হইবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ ফুরনভিত্তিক মজুরী ৪৭.২৫ (সাতচল্লিশ দশমিক দুই পাঁচ) টাকার ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) বৃদ্ধি পাইয়া ৪৯.৬১ (ঊনপঞ্চাশ দশমিক ছয় এক) টাকা নির্ধারিত হইবে।

১২। উক্ত শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারী বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

১৩। এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোনো বিষয় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা সুলতানা
উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd